সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১৪
WEEKLY BOOKLET: 314

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশ

যাদু সম্পর্কিত তথ্য

- আমি আগুনের মাঝে পুরো ২০ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম!
- গুনাহ্ মোচন করার উপায়
- নেককার বান্দাদের মর্যাদা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়টি “নেকীর দাওয়াত” এর ৪৬৭-৪৮২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

যাদু সম্পর্কিত তথ্য

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই পুস্তিকা **“যাদু সম্পর্কিত তথ্য”** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে যাদু এবং জ্বিনের অনিষ্টতার প্রভাব ও বদ নজর থেকে হেফাযত করে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমাদের দরূদ পাঠ করাটা তোমাদের দোয়া সমূহের সংরক্ষণকারী, তোমাদের আমল সমূহের পবিত্রতার কারণ এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মাধ্যম।”

(আল ক্বওলুল বদী, ২৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! সুন্নাত প্রচার করার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

তিন মদ্যপায়ী ভাই দ্বীনি পরিবেশে এসে গেলো!

আওকাড়া জেলার দিপালপুরের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: দিপালপুরে আমাদেরকে সেখানকার ধনী পরিবার হিসাবে গন্য করা হতো, কিন্তু আফসোস! যে, আমার বুদ্ধি হওয়ার আগেই আমার বড় ভাই অসৎ বন্ধুদের সাহচর্যের কারণে মদপানে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলো। অসৎ সাহচর্য ও মদপানের কারণে ভাই আমাদের লেখাপড়ার দিকে কোন খেয়ালই দিলো না, নেশা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তার কোন ভ্রূক্ষেপই ছিলো না। ধীরে ধীরে নেশার বদ অভ্যাস তাকে ঘরের মালামাল বিক্রি করতে বাধ্য করে দিলো, এক পর্যায়ে তিনি কাপড়ের দোকান, ফ্যাক্টরী এবং একটি পুরো মার্কেট যাতে কয়েকটি দোকান ছিলো নেশার আগুনে ঢেলে দিলো, ঘরে লাগা আগুন থেকে ঘরের মানুষ কিভাবে বাঁচবে! অবশেষে যা হওয়ার তাই হলো, অর্থাৎ তার ছোট এবং আমার বড় ভাইও নেশায় অভ্যস্থ হয়ে গেলো, সেই আগুন আরো জোরে প্রজ্জলিত হলো তখন আমিও সেই পথে এসে গেলাম এবং আমিও নেশায় অভ্যস্থ হয়ে গেলাম। শ্রদ্ধেয়া আম্মা যিনি প্রথম থেকেই বড় ভাইদের নেশার কারণে মর্মাহত ছিলেন, আমি মর্মবেদনায় আরো বৃদ্ধির কারণ হয়ে গেলাম। অবশেষে আমাদের ভাগ্য কিছুটা এভাবে জাগ্রত হলো: আমাদের মেজ ভাই যে কিনা নেশার আপদ থেকে মুক্ত ছিলো, সে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশে আসা-যাওয়া করতে লাগলো, দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার বরকতে কখনো কখনো আমাকেও একক প্রচেষ্টা করে ইজতিমায় নিয়ে যেতে সফল হয়ে যেতো, কিন্তু সেখানে আমার মন বসতো না, তবে আমার ভাই একক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলো আর আমাকে ভালোবাসার সহিত বুঝিয়ে

www.dawateislami.net

ইজতিমায় নিয়ে যেতে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার ভাইয়ের একক প্রচেষ্টার বরকতে আজ আমরা সকল ভাই যারা কিছুদিন পূর্বেও নেশায় আসক্ত ছিলাম, তাওবা করে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আমার যখনই বিগত সময়ের কথা স্মরণ হতো তখন অন্তর কেঁপে উঠতো যে, যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ না পেতাম তবে আমাদের কি অবস্থা হতো? হয়তো এমনই হতো যে, আমরা আজ দ্বারে দ্বারে ঘুরতাম আর আমাদের আপনজনেরাও আমাদেরকে ধিক্কার দিতে থাকতো, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বীনি পরিবেশের সুবাদে আমাদের শুকনো বাগানে পুনরায় আনন্দের মাদানী বসন্ত এসে গেলো! **আল্লাহ পাকে**র কোটি কোটি দয়া যে, আমি এ বর্ণনা দেয়ার সময় ৬৩ দিনের মাদানী তরবীয়্যতী কোর্স করছি আর সবার বড় ভাইজান প্রায় ১৭ মাস ধরে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করছে।

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কাইয়ূম — দোনো জাহা মে মাচ জায়ে ধূম
ইস পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা — ইয়া আল্লাহ মেরি ঝুলি ভর দেয়

(ওয়াসয়িলে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই মাদানী বাহারের আলোকে নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার বরকতে তিন মদ্যপায়ী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। মদ্যপায়ীর ক্ষতিকর দিক আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, সে কারখানা, কাপড়ের দোকান ও নিজের মার্কেট সবকিছু "নেশা"র আগুনে ঢেলে

www.dawateislami.net

দিয়েছিলো! আসলেই মদ খুবই খারাপ জিনিস আর এতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েই ক্ষতির শিকার হতে হয়। মদ এমন খারাপ এক আপদ যে, এটিকে ঔষধ হিসাবেও পান করা যাবে না, যেমনটি; হযরত তারেক বিন সুয়াইদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **মদের** ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করলেন। তিনি আরয করলেন: আমি তো এটি ঔষধ হিসাবে তৈরি করি। ইরশাদ করলেন: "এটা ঔষধ নয়, এটা তো নিজেই একটি রোগ।" (মুসলিম, ১০৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৯৮৪) হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সর্বদা মদ পানকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ও যাদুকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৭/১৩৯, হাদীস ১৯৫৮৬)

যাদু সম্পর্কে

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের এই অংশ "আর যাদুকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী" এর আলোকে লিখেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি, যে যাদুর প্রভাবকে স্বয়ংক্রিয় (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** দান ব্যতীত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে) বলে থাকে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৭/২৪২, ৩৬৫৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

যাদু ও জ্বীনের অস্থিত্ব অস্বীকার করা কুফরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাদুর অস্থিত্ব কুরআনে করীম দ্বারা প্রমাণিত, অতএব এই ধরনের বিশ্বাস রাখা যে, যাদুর অস্থিত্বই নেই, ব্যস এগুলো মানুষের মুখের কথা, এটা কুফরী। অনুরূপভাবে **জ্বীনের** অস্থিত্বকে অস্বীকার করাও কুফরী।

মালেক বিন দীনার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উৎকণ্ঠা

হযরত মালেক বিন দীনার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমরা দুনিয়ার ভালোবাসায় পরস্পর সমঝোতা করে নিয়েছি, অতএব এখন আমরা নিজেদের মধ্যে না নেকীর আদেশ দিই আর না একে অপরকে **অসৎকাজে** নিষেধ করি, **আল্লাহ পাক** যেনো আমাদেরকে এই অবস্থায় না রাখেন, অন্যথায় জানি না আমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ করা হয়!

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৯৭, হাদীস ৭৫৯৬)

অগ্নিপূজারী প্রতিবেশী মুসলমান হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত মালেক বিন দীনার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শত শত বছরের পুরাতন বুযুর্গ। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সমসাময়িক যুগের অবস্থা বর্ণনা করে আযাবের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, অথচ এখন তো অবস্থা আরো বেশি অবনতি হয়ে গেছে। শত কোটি আফসোস! এখন তো মুসলমানদের বড় একটি অংশ একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে দুনিয়ার প্রেমিক হয়ে গেছে আর অবস্থা এতোই খারাপ হয়ে গেছে যে, কাউকে নেকীর দাওয়াত দেয়া তো দূরের কথা! নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীর আইনত বিরোধিতা করা হচ্ছে আর গুনাহের কাজে কাউকে নিষেধ করাতো অনেক দূরের কথা! এখন তো গুনাহের দাওয়াতের ছড়াছড়ি চলছে। হায়! না নিজের সংশোধনের চিন্তা, না পরিবার-পরিজনের সংশোধনের পরোয়া আর না প্রতিবেশীর আখিরাত সজ্জিত করার ভাবনা। যাইহোক আমাদের উচিত যে, আমাদের নিজেদের সংশোধনের চেষ্টার পাশাপাশি অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও নেকীর দাওয়াত দেয়া, তাছাড়া নিজের প্রতিবেশীদেরও একক প্রচেষ্টা করা। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমাদের বুযুর্গানে

দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তাঁদের প্রতিবেশীকে একক প্রচেষ্টা করার অনেক ঘটনা রয়েছে। যেমনটি; শামউন নামক এক অগ্নিপূজারী হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতিবেশী ছিলো। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার নিকট গেলেন, দেখলেন যে, তার সমস্ত শরীর আগুনের ধোঁয়ার কারণে কালো হয়ে গেছে! তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একক প্রচেষ্টা করে তাকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত প্রদান করলেন আর **আল্লাহ পাকের** রহমতের আশা জাগালেন। সে বললো: আমি তিনটি বিষয়ের কারণে ইসলাম থেকে দূরে সরে আছি: (১) ইসলামের দৃষ্টিতে যখন দুনিয়া খুবই নিকৃষ্ট বস্তু, তবে তোমরা তা অর্জনের **আকাঙ্ক্ষা** কেনো করো? (২) মৃত্যুকে নিশ্চিত মনে করার পরও এর জন্য **প্রস্তুতি** কেনো নাও না? (৩) তোমাদের কথা অনুযায়ী **আল্লাহ পাকের** দীদার বড় নেয়ামত, তবে তোমরা দুনিয়ায় **তাঁর** ইচ্ছার পরিপন্থি কাজ কেনো করো? হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "এসব বিষয়ের সম্পর্ক তো আমলের সাথে; আকীদার (বিশ্বাসের) সাথে নয়, তুমি এটা তো ভাবো যে, অগ্নিপূজায় সময় নষ্ট করে তোমার কি অর্জিত হলো? মুমিন যেমনই হোক কমপক্ষে **আল্লাহ পাকের** একত্ববাদকে তো স্বীকার করে। দেখো! তুমি ৭০ বছর পর্যন্ত এই আগুনকে পূজা করেছো, এরপরও আমরা দু'জন যদি আগুনে ঝাঁপ দিই তবে তা আমাদের দু'জনকে সমানই জ্বালাবে নিঃসন্দেহে, তোমার তার ইবাদত করা তোমাকে বাঁচতে পারবে না, তবে হ্যাঁ! আমার **মালিক ও মাওলা** এর নিকট অবশ্যই এই ক্ষমতা রয়েছে যে, যদি **তিনি** চান তবে এই আগুন আমার বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না।" একথা বলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর হাতে আগুন তুলে নিলেন, কিন্তু তা তাঁকে কোন ক্ষতি করলো না। তা দেখে শামউন খুবই প্রভাবিত হলো।

www.dawateislami.net

কিন্তু উদাস হয়ে বলতে লাগলো: “আমি ৭০ বছর অগ্নিপূজায় লিপ্ত ছিলাম, এখন শেষসময়ে কি মুসলমান হয়ে যাবো?” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাকে একক প্রচেষ্টা করা অব্যাহত রাখলেন, অবশেষে সে আরয করলো: “আমি একটি শর্তে মুসলমান হতে পারি যে, আপনি আমাকে এই চুক্তিনামা লিখিতভাবে দিন যে, আমার মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর **আল্লাহ পাক** আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই বিষয় সম্বলিত চুক্তিনামা লিখে তাকে দিলেন। কিন্তু সে বললো: “এতে ন্যায় পরায়ণ লোকের সাক্ষ্যও লিপিবদ্ধ করুন।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার এই দাবিও পূরণ করলেন। এরপর সে মুসলমান হয়ে গেলো আর **অসিয়ত** করলো যে, আমার মৃত্যুর পর আমাকে আপনি নিজে গোসল দিয়ে এই “চুক্তিনামা” আমার হাতে দিয়ে দিবেন, যাতে হাশরের ময়দানে আমার মুসলমান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এই অসিয়ত করার পর সে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো আর তার রুহ দেহ পিঞ্জর ছেড়ে উড়াল দিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার **অসিয়ত** পূরণ করলেন। সেই রাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه স্বপ্নে দেখলেন: সে অত্যন্ত দামী পোশাক ও মনোরম নকশাকৃত **মুকুট** পরিধান করে জান্নাতে ভ্রমনে ব্যস্ত। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার উপর কি কী ঘটেছে? সে বললো: “**আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আর আমাকে এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যে, যা আমি বলতে পারবো না, অতএব! এখন আপনার উপর কোন দায়ভার নেই এবং এই “চুক্তিনামা” ফিরিয়ে নিন, কেননা এখন আমার আর এর কোন প্রয়োজন নেই।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন জাগ্রত হলেন, তখন সেই চুক্তি নামাটি তাঁর হাতে ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই সাফল্যে **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/৪১) আল্লাহ পাকের

রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ خاتَمِ النَّبِيّين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যমানে ভর মে মাচা দেঙ্গে ধূম সুন্নাত কি
আগর করম নে তেরে সাথ দেয় দিয়া ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি আগুনের মাঝে পুরো ২০ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ** ওয়ালাগণের কতইনা উচ্চ ও উচ্চতর শান হয়ে থাকে যে, তাঁরা নেকীর দাওয়াতও দিয়ে থাকেন, **আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে করামতও দেখান এবং ঈমানের নেয়ামত দান করে জান্নাতে প্রবেশ করার উপায়ও তৈরি করে দেন। যাইহোক প্রতিবেশীরও চিন্তা করা উচিৎ এবং তাদেরকে নেকীর দাওয়াত থেকে বঞ্চিত করা উচিৎ নয়। তবে হ্যাঁ! অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অনুমতি নেই যে, একজন সাধারণ মানুষ এমন মানসিকতা বানালো, আমি এই বাহানায় তাকে মুসলমান বানিয়ে নিবো। অবশ্য যেই আলেমে দ্বীন সেই অমুসলিমের ধর্ম ও ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডনের ক্ষমতা রাখেন, তিনি নিঃসন্দেহে শরীয়াতের সীমার মধ্যে অবস্থান করে তাকে ইসলামে আনার জন্য নিজের নিকটবর্তী করতে পারবে এবং তাকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে আর তার আপত্তির উত্তর দিবে। কারামতের বরকতে অসংখ্য অগ্নিপূজারীকে ইসলামে নিয়ে আসা সম্পর্কে হায়াতে আ'লা হযরত ১ম খন্ডের ১৮৩-১৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনুন, যাতে আমার প্রিয় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর অতুলনীয় তাকওয়ারও আলোচনা রয়েছে,

www.dawateislami.net

ঘটনাটি একটু সহজ করে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। হযরত মাওলানা হোসাইন মিরাঠি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত পীর আব্দুল হামিদ সাহেব বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভারতের গুজরাটের একটি শহর বড়ুদায় আগমন করেন এবং জামে মসজিদে একদিন মাগরিবের নামায পড়ান, আমি কুরআন শরীফ পাঠের এমন মাধুর্যতা আর দেখিনি, তথ্য নিয়ে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাসস্থানে গেলাম। কুরআনের মুজিযার ব্যাপারে পীর সাহেব তাঁর একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনাতে গিয়ে বললেন: আমি একবার "ইরান" গিয়েছিলাম, সেখানকার একটি পুরনো অগ্নিকুন্ডের সাথে সম্পৃক্ত অগ্নিপূজারীদের সাথে আমার মুনাযারার ব্যবস্থা হলো। আমি বলে দিলাম, তোমরা যে আগুনের পূজা করো, সেই আগুনের ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো যে, সে কি তার পূজাকারীদের কোনরূপ ছাড় দিবে, নাকি তাদেরকেও পুড়িয়ে মারবে! আমার কথাকে তারা ঠাট্টা মনে করলো, কিন্তু একটি সময় নির্ধারণ করা হলো। নির্ধারিত সময়ে শহরবাসী "অনন্য এক দৃশ্য" দেখার জন্য একত্রিত হয়ে গেলো। আমি তাদের পূজারীকে বললাম: চলো আগুনের ভেতর! সে ভয় পেয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি অগ্নিকুন্ডের ভেতর প্রবেশ করলাম এবং লেলিহান শিখা প্রজ্জলিত আগুনের ভেতর পূর্ণ ২০ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম, অতঃপর সম্পূর্ণ অক্ষত ও সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। এই দৃশ্য দেখে اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক অগ্নিপূজারী তাওবা করে ইসলাম কবুল করে নিলো। হযরত মাওলানা হোসাইন মিরাঠি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি এতো সাহস কিভাবে পেলেন? তিনি বললেন: আগুনে প্রবেশ করার সময় আমি কুরআনে করীম হাতে করে নিয়ে গিয়েছিলাম আর আমার এই মানসিকতা ছিলো যে, যেই কুরআনে পাক আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে, তবে তা

www.dawateislami.net

দুনিয়ার তুচ্ছ আগুন থেকে কেনো বাঁচাতে পারবে না! সেই বুযুর্গকে আমি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামায পড়ার ব্যাপারে একটি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কথা আলোচনা করলাম, তখন তিনি খুবই প্রভাবিত হলেন, পরদিন তাঁর সাথে আমার আবারো সাক্ষাত হলো, তখন তিনি বললেন: আজ সারা রাত কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করেছি, আর এটাই বলতে থাকি: **হে আল্লাহ পাক!** তোমার এমন বান্দাও কি রয়েছে, যে এরূপ সাবধানতা সহকারে নামায পড়ে। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১৮৩, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ! কিয়া জাহান্নাম আব ভি না সর্দ হোগা!
রো রো কে মুস্তফা নে দরিয়া বাহা দিয়ে হে। (হাদায়িকে বখশীশ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: এই পংক্তিটিতে আমার প্রিয় আ'লা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করছেন: হে **আল্লাহ পাক!** জাহান্নামের আগুন কি **মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের জন্য এখনো শীতল হবে না! আমার প্রিয় **আল্লাহ!** তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে করে এতো কান্নাকাটি করেছেন, যেনো কেঁদে কেঁদে নদী প্রবাহিত করে দিয়েছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মস্তিষ্ক সুবাসিত হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام প্রতি ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালাতে, আউলিয়াগণের ফয়েয পেতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর**

www.dawateislami.net

দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি; ডেরা মুরাদ জামালীর (বেলুচিস্তান) এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বক্তব্যের সারাংশ হলোঃ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার পূর্বে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করছিলাম, আমার জীবনের রুক্ষ বাগানে বসন্ত বাতাস কিছুটা এভাবে লাগলো যে, একদিন যথারীতি আমি মেডিক্যাল স্টোরে বসা ছিলাম, এক ইসলামী ভাই আমার কাছে এলো এবং একক প্রচেষ্টা করে আমাকে আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণের দাওয়াত দিলো, কিন্তু তার কথা শুনেও না শুনার ভান করলাম। সংশোধনের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত, সেই আশিকে রাসূলের মনোবল নিম্নগামী হওয়ার পরিবর্তে আরো যেনো বৃদ্ধি পেয়ে গেলো! সে আমাকে লাগাতার একক প্রচেষ্টা করতে রইলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি তার ভালোবাসা ও পরিপূর্ণ একক প্রচেষ্টার ফলে আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য রাজি হয়ে গেলাম। যখন আমি ইজতিমা স্থলের নূরানী পরিবেশে পৌঁছালাম তখন আশিকানে রাসূলের ঢেউ খেলানো সমুদ্র দেখে খুবই অভিভূত হলাম। **কুরআ**নের তিলাওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, আবেগাপ্লুত নাত এবং আল্লাহর যিকিরের আবেগ ভরা আওয়াজ আমার মস্তিষ্ককে সুবাসিত এবং শরীর ও আত্মাকে নিয়মিত সতেজতা প্রদান করছিলো, আমি অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করে সাথে সাথে দাঁড়ি রাখার নিয়্যত করে নিলাম আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে **আল্লাহ**র পথে সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য সফরকারী আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলার সাথে সফর করার মানসিকতা বানিয়ে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার বরকতে

www.dawateislami.net

আমার মতো গুনাহগারের নেকীর প্রতি ভালোবাসা ও গুনাহের প্রতি ঘৃণার মহান প্রেরণা নসীব হয়ে গেলো।

হে ইসলামী ভাই সভি ভাই ভাই
হে বে হদ মাহাব্বাত ভরা মাদানী মাহোল
একিনান মুকাদ্দার কা ওয় হে সিকান্দর
জিসে খেয়র সে মিল গেয়া মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী বাহারের আলোকে "নেকী" সম্পর্কিত নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ইসলামী ভাইয়ের একক প্রচেষ্টার অবিচলতা অবশেষে সাফল্য বয়ে আনলো এবং গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিতকারী যুবক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় এসে গেলো আর আশিকানে রাসূলের সাহচর্য ও বরকত গুনাহগারকে নেককার বানিয়ে দিলো, তাকে দাঁড়ি বৃদ্ধি, নেক আমল করা এবং গুনাহের পিছু ছাড়তে আগ্রহী করে দিলো। আসলেই "নেকী" করার তৌফিক অর্জিত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। নেকী গুনাহকে ধ্বংস করে, কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচায় এবং জান্নাত দান করে। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ "খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান" এর ৪৩৮ পৃষ্ঠায় ১২তম পারা সূরা হুদের ১১৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সৎকর্ম সমূহ অসৎকর্ম সমূহকে মিটিয়ে দেয়।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ এর দু’টি বাণী

(১) যেখানেই থাকো, **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকো এবং গুনাহের পর নেকী করে নাও, কেননা ঐ নেকী সেই গুনাহকে মুছে দিবে আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করো। (তিরমিযী, ৩/৩৯৭, হাদীস ১৯৯৪) (২) নিশ্চয় গুনাহের পর নেকী সম্পাদনকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার টাইট লৌহবর্ম তার গলা চেপে ধরলো, অতঃপর সে যখন নেক আমল করে, তখন তার বর্মের একটি কড়া খুলে যায়, অতঃপর যখন সে আরেকটি নেকী করে, তখন তার অপর কড়াও খুলে যায়, এক পর্যায়ে সেই বর্মটি মাটিতে পড়ে যায়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬/১২১, হাদীস ১৭৩০৯)

গুনাহ মোছন করার উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে মুবারাকা ও প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু’টি বাণী দ্বারা জানতে পারলাম যে, যখনই গুনাহ হয়ে যায়, তখনই কোন **নেকী** করে নেয়া উচিত। যেমন; দরূদ শরীফ, কলেমায়ে তৈয়্যবা ইত্যাদি পড়ে নিন। যেমনিভাবে হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: যখনই তোমার দ্বারা কোন গুনাহ সম্পাদন হয়ে যাবে, তবে এর পরপরই কোন নেক কাজ করে নাও, কেননা এই **নেকী** সেই গুনাহকে মুছে দিবে। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলাও কি **নেকী** হিসাবে গণ্য হবে? ইরশাদ করলেন: এটা তো শ্রেষ্ঠতম নেকী। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/১১৩, হাদীস ২১৫৪৩)

তাওবা করার মনোভাবে গুনাহ করা কুফরী

এই হাদীসে পাক পড়ে مَعَاذَ الله কেউ এটা ধরে নিবেন না যে, অনেক মজবুত উপায় হাতে এসে গেলো! এবার তো ব্যাপকভাবে গুনাহ করতে থাকবো আর لَآاِلٰهَ اِلَّا الله পাঠ করে নিবো, তবে গুনাহ মুছে যাবে। **আল্লাহর** শপথ! এটা শয়তানের অনেক বড় ও মন্দ একটি আক্রমন। এই মনোভাবে গুনাহ করা যে, পরবর্তীতে তাওবা করে নিবো, এটা জঘন্য কবীরা গুনাহ। বরং প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নূরুল ইরফানের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় সূরা ইউসুফের ৯ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বলেন: **“তাওবার মনোভাবে গুনাহ করা কুফরী।”**

বাওয়াক্তে নাযআ সালামাত রাহে মেরা ঈমাঁ
মুঝে নসীব হো কলেমা হে ইলতিজা ইয়া রব
জু “মাদানী কাম” করে দিল লাগা কেহ আল্লাহ পাক!
ইনহে হো খোয়াব মে দীদারে মুস্তফা ইয়া রব
তেরি মাহাব্বত উতর জায়ে মেরি নাস নাস মে
পায়ে রযা হো আতা ইশ্‌কে মুস্তফা ইয়া রব

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিবেশীকে অসৎকাজে বাধা না দেয়ার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিবেশীর অনেক হক রয়েছে, তা পালন করার জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিৎ। প্রতিবেশীকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ ও মাদানী কাফেলার সুন্নাতে ভরা সফরের দাওয়াত দিতেও উদাসীনতা করা উচিত নয়, তাছাড়া তাদেরকে مَعَاذَ الله গুনাহে লিপ্ত

দেখলে তবে তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ। হযরত মালেক বিন দীনার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: আমি তাওরাত শরীফে পড়েছি যে, কারো প্রতিবেশী অবাধ্যতায় লিপ্ত হলো আর সে তাকে বাধা দিলো না, তবে সেও এই গুনাহের অংশীদার।

(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১৩৪ পৃষ্ঠা, নম্বর ৫২৭)

প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন অভিযোগ করবে

প্রতিবেশীকে নেকীর দাওয়াত দেয়া ও গুনাহ থেকে নিষেধ করার গুরুত্ব অনেক বেশি, যা এখন যেই বর্ণনাটি উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা দ্বারা প্রকাশ পায়, যেমনটি; হযরত আবু হুরাইরা رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি এ কথা শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, অথচ সে তাকে চিনবেও না। অভিযুক্ত ব্যক্তি বলবে: আমার কাছে তোমার কি হক? আমি তো তোমাকে (ভালোভাবে) চিনিও না। অভিযোগকারী বলবে: তুমি আমাকে গুনাহ করতে দেখতে, কিন্তু আমাকে নিষেধ করতে না। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/১৮৬, হাদীস ৩৫৪৬)

বেনামাযী প্রতিবেশীকে নামাযের দাওয়াত দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত উভয় রেওয়ায়াত দ্বারা জানতে পালাম যে, প্রতিবেশীদেরকেও অবশ্যই নেকীর দাওয়াত দেয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা উচিৎ। আপনার প্রতিবেশী যদি বেনামাযী হয় তবে তাকে নামাযের দাওয়াত দিন, যদি সে নামাযী হয় কিন্তু জামাআতে অবহেলা করে তবে তাকে জামাআতের দাওয়াত দিন, এমনকি যদি আপনার প্রবল ধারণা যে, তাকে বুঝালে তবে জামাআত সহকারে

নামায পড়া শুরু করে দিবে তবে এখন তাকে বুঝানো **ওয়াজিব** হয়ে গেলো, না বুঝালে গুনাহগার হবেন। যেমনটি; দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১ম খন্ডের ৫৮২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: স্বজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, সক্ষম ব্যক্তির উপর জামাআত ওয়াজিব, বিনা অপারগতায় একবারও বর্জনকারী গুনাহগার ও শাস্তির হকদার আর কয়েকবার বর্জন করলে তবে ফাসিক, সাক্ষ্যদানে অযোগ্য এবং তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, যদি প্রতিবেশীরা নিরবতা পালন করে তবে তারাও গুনাহগার হবে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৩৪০। গুনিয়া, ৫০৮ পৃষ্ঠা)

ইমামের উচিত মুক্তাদীদের খোঁজখবর নেয়া

মসজিদের পেশ ইমামের খেদমতে পরামর্শ স্বরূপ আরয হলো, তাঁরা যেনো নিজের মুসল্লিদের খোঁজখবর নেন যে, তাদের মধ্যে কে জামাআত সহকারে নামায পড়ে আর কে পড়ে না, যদি কোন নামাযী কোন নামাযে অনুপস্থিত থাকে, তবে তার বাড়ি গিয়ে বা ফোন করে তার খবর নেয়া, অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং অলসতার কারণে না এলে তবে নেকীর দাওয়াত দেয়া আর এটি শুধু ইমাম সাহেবদের জন্যই নয়, সকল ইসলামী ভাইদেরকেই এরূপ করা উচিত।

ফারূকে আযম ফজরের নামাযে অনুপস্থিতদের খোঁজখবর নিলেন

আমীরুল মুমিনীন, ইমামুল আদেলীন, মুতাম্মিমুল আরবাঈন, হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর নামাযীদের খোঁজখবর নেয়ার

www.dawateislami.net

একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন এবং সেই অনুযায়ী আমল করার মানসিকতা বানিয়ে নিন। যেমনটি; আমীরুল মুমিনীন হযরত ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফজরের নামাযে হযরত সুলায়মান বিন আবি হাচমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেখলেন না। তিনি বাজারে গমন করলেন, পথিমধ্যে হযরত সুলায়মান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাড়ী ছিলো, তাঁর মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা শেফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে গিয়ে বললেন: ফজরের নামাযে আমি সুলায়মানকে পাইনি! তিনি বললেন: রাতে (নফল) নামায পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে, হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়া, এটা আমার কাছে সারা রাত কিয়াম করার (নফল নামায পড়ার) চেয়ে উত্তম।

(মুআত্তা ইমাম মালেক, ১/১৩৪, হাদীস ৩০০)

যিকির ও নাত মাহফিলের কারণে যেনো জামাআত ছুটে না যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘরে গিয়ে খোঁজখবর নিলেন, এই বর্ণনা দ্বারা এটাও জানতে পারলাম, সারারাত নফল নামায পড়া বা যিকির ও নাতের মাহফিলে গভীর রাত পর্যন্ত অংশগ্রহণ করার কারণে ফজরের নামায কাযা হয়ে যাওয়া তো দূর, ফজরের জামাআতও যদি না পায় তবে আবশ্যক যে, এ ধরনের মুস্তাহাব কাজ বাদ দিয়ে রাতে আরাম করা এবং জামাআত সহকারে ফজরের নামায আদায় করা।

নামাযের সময় ঘুমানো লোকদের মাথা চূর্ণ করার আযাব

যেসকল লোক রাতে আসর জমায় ও সমাবেশ করে থাকে আর ফজরের নামাযের পূর্বে ঘুমিয়ে যায় এবং ফজরের নামায থেকে নিজেকে

বঞ্চিত করে দেয়, তাদের জন্য চিন্তার বিষয়। যেমনটি; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করেন: আজ রাতে দু'জন ব্যক্তি (হযরত জিব্রাঈল ও মীকাঈল عَلَيْهِمَا السَّلَام) আমার নিকট আসলেন আর আমাকে পবিত্র ভূমিতে নিয়ে এলেন। আমি দেখলাম যে, এক ব্যক্তি শুয়ে আছে তার মাথার পাশে একজন ব্যক্তি পাথর উঁঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং একের পর এক পাথর দ্বারা তার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করছে, প্রতিবার চূর্ণবিচূর্ণ করার পর পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছিলো। আমি ফিরিশতাদের বললাম: سُبْحٰنَ الله! এ কে? তাঁরা আরয করলেন: সামনে অগ্রসর হোন (আরো কিছু দৃশ্য দেখানোর পর) ফিরিশতারা আরয করলেন: প্রথম ব্যক্তি যাকে আপনি দেখেছেন, সে ছিলো ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন পড়েছে অতঃপর ছেড়ে দিয়েছিলো আর ফরয নামাযের সময়ে ঘুমিয়ে যেতো, তার সাথে এই আচরণ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

(সহীহ বুখারী, ৪/৪২৫, হাদীস ৭০৪৭)

মে পাঁচো নামাযে পড়ো বা জামাআত
হো তৌফিক এ্যয়সি আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিনেমার ২০০০টি ভিসিডি ভেঙ্গে ফেললো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের অভ্যাস গড়তে, সুন্নাতের অনুসরনে, নেকীর স্বভাব বানাতে এবং গুনাহের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আসুন! আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার শুনাই। যেমনটি; এশিয়ার সবচেয়ে বড় জনবহুল এলাকা **আওরঙ্গী টাউনে**র (বাবুল

মদীনা, করাচী) বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠির সারমর্ম হলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি নেকী থেকে অনেক দূরে ও গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, মনোবৃত্তি পূরণ করাই যেনো আমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছিলো। অশ্লীল সিনেমা, নাটক দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গুনাহের ভয়াবহতার শিকার ছিলাম। আমার নেকীর প্রতি চরম উদাসীনতা ও সিনেমা-নাটকের প্রতি পাগলের মতো ভালোবাসার ধরনের এই বিষয়টি দ্বারা অনুমান করা যায় যে, ঘর থেকে আমাকে যেই এক হাজার টাকা পকেট খরচ দেয়া হতো, তা দিয়ে নিত্য নতুন সিনেমা ও নাটকের ভিসিডি কিনে নিতাম, এমনকি আমার নিকট দুই হাজারেরও (২০০০) বেশি ভিসিডি জমা হয়ে গিয়েছিলো! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমার ভাগ্যে নেক হেদায়াত লেখা ছিলো, যা কিছুটা এভাবে অর্জিত হলো যে, এক দিন এক আশিকে রাসূল সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে আমার কাছে এসে একক প্রচেষ্টা করে আমাকে আখিরাতের ব্যাপারে কিছুটা এভাবে নেকীর দাওয়াত দিলো যে, খোদাভীতি আমার শিরায় শিরায় ভর করতে লাগলো, খারাপ অভ্যাস এবং ভ্রান্ত মানসিকতার ভীত নড়ে উঠলো, সেই আশিকে রাসূলের সুন্দর চরিত্র ও একক প্রচেষ্টার বরকতে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হয়ে গেলাম। সেখানে হওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ান আমার গুনাহে পূর্ণ অন্তরকে পরিবর্তন করে দিলো এবং শেষের দিকে করা ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া মনের মাঝে এমন প্রভাব সৃষ্টি করলো যে, বাড়ি এসে আমি সিনেমার সকল ভিসিডি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললাম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার বরকতে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার সুন্নাতে ভরা বয়ানের

www.dawateislami.net

ক্যাসেট ঘরে এনে নিজেও শুনলাম আর পরিবারের অন্যদেরও শুনতে দিলাম, তো এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার পুরো পরিবার **দ্বীনি পরিবেশের** সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাদেরী রযবী সিলসিলায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককার বান্দাদের মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বরকতের ব্যাপারে কি বলবো! এতে আশিকানে রাসূলের সাহচর্য, নৈকট্য ও বরকত নসীব হয়ে থাকে, এতে অনেক **আল্লাহর** মাকবুল বান্দা উপস্থিত থাকে, যাঁদেরকে যদিওবা চেনা যায় না, কিন্তু তাঁদের বরকতে তরী পার হয়ে যায়। ওলামাগণ বলেন: যেখানে চল্লিশজন নেককার মুসলমান একত্রিত হয়, সেখানে একজন **আল্লাহর** ওলী অবশ্যই থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/১৮৪। তাইসীরে শরহে জামে সগীর, ১/৩১২, ৭১৪নং হাদীসের পাদটীকা) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অসংখ্য এলোমেলো চুলবিশিষ্ট, ধূলোময় শরীর ও দু'টি পুরোনো কাপড়ে আবৃত লোক এমন হয়ে থাকে যে, যাদের কোন পাত্তাই দেয়া হয় না, যদি তাঁরা **আল্লাহ পাকের** নামে কসম করে নেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তাঁদের কসমকে পূর্ণ করে দেন আর বারাআ বিন মালিক (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ) এমন লোকদের অন্তর্ভূক্ত। (সুনানে তিরমিযী, ৫/৪৬০, হাদীস ৩৮৮০)

আপনে আচ্ছে আচ্ছে বান্দো কে তুফে'ল এ্যয় কিবরিয়া
মুঝ নিকাম্মে অইর বুরে বন্দে কো ভি আচ্ছা বানা

اٰمِيْن بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত বারাআ বিন মালিকের দোয়া কবুলের ঘটনা

উল্লেখিত হাদীসে পাকের বর্ণনাকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান বাণীর প্রেক্ষিতে এক ঈমান সতেজকারী ঘটনা বর্ণনা করেন, আপনারাও শুনুন আর ঈমান সতেজ করুন। বর্ণনাকারী বলেন: একবার মুসলমানরা কাফেরদের সামনা-সামনি হয়ে গেলো তখন কাফেররা মুসলমানদের অনেক ক্ষতি করলো। তখন মুসলমানরা একত্রিত হয়ে তাঁকে আবেদন করলো: হে বারাআ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ! আপনার **প্রতিপালকের** শপথ দিয়ে বিজয়ের জন্য দোয়া করুন! তিনি আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমাকে তোমার শপথ দিয়ে দোয়া করছি: আমাদেরকে কাফেরের উপর বিজয় দান করো আর আমাকে **তোমার নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট পৌঁছে দাও (অর্থাৎ শাহাদাত দান করে দাও)। সাথেসাথেই তাঁর দোয়া কবুল হয়ে গেলো এবং মুসলমানরা জয় লাভ করলো আর সেই যুদ্ধেই হযরত বারা বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শহীদ হয়ে গেলেন। (আল মুস্তাদরিক লিল হাকেম, ৪/৩৪০, হাদীস ৫৩২৫) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

চাহে তো ইশারোঁ সে আপনে কায়া হি পলট দেয় দুনিয়া কি
ইয়ে শান হে খেদমতগারো কি সরকার কা আ'লম কিয়া হোগা!

যাদু
থেকে বেঁচে থাকার ওযীফা

“يَا مُمِيْتُ يَا مُحْيِيْ” ৭ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নিজের (শরীরের) উপর ফুঁক মেরে নেয়, اِنْ شَآءَ اللّٰه (তাকে) যাদু ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

(৪০টি রূহানী চিকিৎসা, ১২ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

কানযুল ঈমান জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net